## পুলিশ ভ্যানের বেহাল অবস্থার রিপোর্ট তলব

**শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই :** বিভিন্ন থানার টহলদারি ভ্যানের কী পরিস্থিতি? কত সংখ্যক গাড়ি প্রয়োজন? টহলদারি ও অভিযানের জন্যে কত গাড়ি লাগতে পারে, সেসব বিষয়ে রিপোর্ট চাইলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা।

সূত্রের খবর, একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককে এ বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সেইমতো পুলিশকর্তা তদন্তও শুরু করে দিয়েছেন। ওই রিপোর্ট নবান্নে পাঠানো হবে। যদিও কোনও পুলিশকর্তা বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

শিলিগুড়ি পুলিশের বেহাল গাড়ি নিয়ে চলতি মাসের ১৬ তারিখ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে পুলিশের গাড়ির বেহাল দশার কথা তুলে ধরা হয়। শিলিগুড়ি শহরের প্রতিটি থানায় গাড়ির অবস্থা বেহাল। কোথাও ভাড়ার গাড়ি নিয়ে টহলদারি চলছে, কোথাও আবার ওসিরা বাইকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরেই টনক নড়ে শিলিগুড়ি পুলিশের। গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার। তদন্তকারী আধিকারিক রিপোর্ট তৈরি করছেন বলে জানা গিয়েছে।

## মার্কেটের রাস্তায় বিপদ

**শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই :** রেগুলেটেড মার্কেটের ভেতরের রাস্তা এখন পথচারী ও যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে থাকা রড রীতিমতো আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। গর্তের মুখ থেকে বেরিয়ে থাকা রড নিয়ে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দা অশোক দাস। তিনি বলেন, 'রাস্তার মাঝখানে যেভাবে রড বেরিয়ে আছে তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

বড় বড় ট্রাকের টায়ার বাঁচাতে গর্তের ওপর পচা শাক, সবজি ফেলে আড়তদাররা বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করেন। এতে আরও বিপদ বাড়ে। আড়তদার অরুণ মাহাতো বলেন, 'ট্রাকের চাকা পাংচার হলে বিরাট সমস্যার মুখে পড়তে হয়।' আরেক আড়তদার মহেশ সাহানি বলেন, 'আমরা চাই, দ্রুত রাস্তার সংস্কার হোক।' বিষয়টি স্বীকার করছেন মার্কেটের সচিব তমাল দাস। তিনি বলেন, 'বিষয়টা শুনেছি তবে বর্ষার জন্য এখন কাজ করা যাচ্ছে না। বর্ষা শেষ হলেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

## ২৯ মাইলে ফের ধস

**শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই :** টানা বৃষ্টির জেরে ফের ধস নামল কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ এই জাতীয় সড়কের ২৯ মাইলে ধস নামে। ধসের জেরে গোটা রাস্তাটাই বড় বড় পাথর আর মাটিতে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে খবর। কালিম্পং জেলা পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ত দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। কিন্তু টানা বৃষ্টি এবং অন্ধকার থাকায় কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে কর্মীদের। তবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই একই জায়গায় বড় ধস নামার ফলে রাস্তা দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়েছিল।

## দুই লরির সংঘর্ষে জখম ২

**ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুলাই :** দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে দুই লরিচালক গুরুতর আহত হলেন। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর-ফুলবাড়ি বাইপাস তথা ৩১ডি জাতীয় সড়কের ওপর রহমুজোত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গুয়াহাটি থেকে দিল্লিগামী এবং বিহার থেকে গুয়াহাটিগামী দুটি লরি একই লেনে ঢুকে পড়ে।

এর জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়দের সহায়তায় আহত চালকদের উদ্ধার করা হয় এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## নতুন দায়িত্ব

**চোপড়া, ২৯ জুলাই :** বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সহ সভাপতি পদের দায়িত্ব পেলেন চোপড়া ব্লকের প্রবীণ নেতা অশোক রায়। বিজেপির জেলা সম্পাদক সুবোধ সরকার বলেন, 'একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে অশোকবাবুকে জেলা কমিটিতে দল সহ সভাপতির দায়িত্বভার দিয়েছে।' উল্লেখ্য, অশোক রায় চোপড়ায় দীর্ঘদিন কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। গত বিধানসভা ভোটের আগে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন।

# কড়া নজরে কালিম্পংয়ের 'হাই রিস্ক জোন'

**শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই :** পাহাড়চূড়ায় সংক্রমণ বাড়তেই সতর্ক প্রশাসন। পরিস্থিতি যাতে হাতের নাগালের বাইরে না যায়, তার জন্য তিনটি ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে হাই রিস্ক জোন ঘোষণা করল কালিম্পং জেলা প্রশাসন। সংক্রামিতদের সংস্পর্শে যাতে কেউ না আসে তার জন্য যেমন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তেমনই শুরু হয়েছে নজরদারিও। কালিম্পংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'ওই গ্রামগুলিতে সংক্রামিতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রশাসনের তরফে হাই রিস্ক জোন এবং রিস্ক জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংক্রমণ রোধের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।' কালিম্পংয়ের ছয়টি গ্রামকে কেন্দ্র করে লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলার এলাকাগুলিতে নজরদারি শুরু হয়েছে।

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের হদিস মিলতেই কালিম্পং পাহাড়ে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়েছে। সিকিমেও করোনা সংক্রামিত একাধিক ব্যক্তির শরীরে ডেল্টার হদিস পাওয়া এবং ছয়টি গ্রামকে হাই রিস্ক জোন এবং রিস্ক জোন হিসেবে প্রশাসন চিহ্নিত করায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কেননা সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমানা রংপোতে চেকিং হলেও কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে ঘুরপথে যোগাযোগ রয়েছে সিকিমের। পেডং, রেনক, আলগাড়া দিয়ে গিয়ে অনেকেই সিকিম এবং কালিম্পংয়ের মধ্যে চলাচল করেন। এই রুটগুলিতে কোনও চেকিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই ডেল্টার সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। কালিম্পং জেলা হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'না হওয়ার কিছু নেই। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে টেস্টে প্রমাণিত হলেই।'

জেলা প্রশাসনের তরফে গরুবাথান ব্লকের অহালে, ডালিম ও গরুবাথান-১, কালিম্পং-১ ব্লকের ভালুকহোপ ও তিস্তা এবং কালিম্পং-২ ব্লকের সানটুক গ্রামকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করে বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। জেলা শাসক আর বিমলা গ্রামগুলিতে চিকিৎসার

**নাকা চেকিং**

- ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে হাই রিস্ক জোন ঘোষণা করল কালিম্পং জেলা প্রশাসন
- লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলার এলাকায় নজরদারি শুরু
- ওই গ্রামগুলির সঙ্গে সংযোগস্থাপনকারী পকেট রুটে নাকা চেকিং
- দেখা হচ্ছে, ভ্যাকসিনের ডাবল ডোজ, আরটি-পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্ট আছে কি না

ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরকে। স্থানীয় বা ব্লক প্রশাসনকেও সতর্ক করা হয়েছে। গরুবাথান ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ডালিমে অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে ৪, গরুবাথান-১'এ ৬ এবং অহালেতে ৯টি। বাকি তিনটি গ্রামেও সংখ্যাটা গড়পড়তা একইরকম। সংক্রামিতদের অধিকাংশকেই সেফ হাউস এবং হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। গরুবাথানের বিডিও সৌভিক বসু বলেন, 'গ্রামগুলিকে সিল না করা হলেও সংক্রামিতদের চিহ্নিত করে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন তৈরি করা হয়েছে। সাতদিন অন্তর সমীক্ষা করা হবে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে কনটেনমেন্ট জোন তুলে দেওয়া হবে। কোনওরকম সমস্যা যাতে না হয়, তার জন্য আমরা সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছি।'

এদিকে, কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে হাই রিস্ক জোন ঘোষণা করায় নজরদারি শুরু হয়েছে লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলির সামসিং, মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি, মাল ব্লকের মীনগ্লাস, গুরজংঝোরা চা বাগান সহ নাগরাকাটার শিপচু এলাকায়। ওই গ্রামগুলির সঙ্গে সংযোগস্থাপনকারী পকেট রুটগুলিতেও নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত, পুর এলাকায় পুলিশ, প্রশাসনের আধিকারিকরা সন্ধে থেকে নজরদারি, তল্লাশি শুরু করেছেন। দেখা হচ্ছে, পর্যটকেরা কোথা থেকে আসছেন, ভ্যাকসিনের ডাবল ডোজ নেওয়া আছে কি না, আরটি-পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্ট আছে কি না। না থাকলে র‍্যাপিড টেস্ট করানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কালিম্পংয়ের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তায় নজরদারি চলছে।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন এলাকায় র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষাকেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ধাপে ধাপে সব নির্দিষ্ট পয়েন্টেই র‍্যাপিড টেস্ট সেন্টার চালু করা হচ্ছে বলে জানান জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক।

### সতর্কতা জলপাইগুড়িতেও



মেটেলিতে গাড়ি চেকিং। ছবি : পূর্ণেন্দু সরকার



আবর্জনা আটকানোর জন্য জলপাইগুড়ি শহরের বাবুঘাটের সামনে করলা নদীর চ্যানেলে নেট বসানো হয়েছে। ছবি : পূর্ণেন্দু সরকার।

### দিনবাজারে নদীর পাড়ে ফেন্সিংয়ের কাজ শুরু

# করলা অ্যাকশন প্ল্যানে কাজ

জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই : করলা অ্যাকশন প্ল্যানের প্রাথমিক কাজ শুরু করল জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (পৌর কারিগর দপ্তর)।

জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় গৃহস্থের বাড়ির নোংরা জল শহরের ৪৭টি পয়েন্ট দিয়ে করলা নদীতে গিয়ে পড়ে। এছাড়া দিনবাজারের আবর্জনা বিশেষ করে থার্মোকল, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, মাছ-মাংসের আবর্জনা প্রতিদিন নদীতে ফেলা হচ্ছে।

এই অবস্থায় দীর্ঘ বছর ধরে করলা নদীকে নিয়ে অ্যাকশন প্ল্যান করে কাজ করার দাবি উঠেছিল। পৌর কারিগর দপ্তর থেকে করলা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। যদিও করলা অ্যাকশন প্ল্যানের প্রধান কাজ ধাপে ধাপে বিভিন্ন দপ্তর শুরু করবে বলে জলপাইগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সন্দীপ মাহাতো জানান। আপাতত দেড় কোটি টাকা খরচ করে নদী পরিষ্কার রাখা, দিনবাজারে নদীর পাড়ে ফেন্সিং, ৪৭টি চ্যানেলে নেট লাগানোর পাশাপাশি কিছু চ্যানেলে ড্রেন করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি পৌর কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সুনীল ঘরাই জানান, আপাতত শহরের মধ্যে প্রবাহিত করলা নদীতে যে চ্যানেলগুলির পয়ঃপ্রণালীর জল গিয়ে পড়ে, সেই চ্যানেলের মুখে নেট দেওয়া হয়েছে। দিনবাজারের মাছ বাজারের সামনে যেখানে আবর্জনা জমিয়ে রেখে নদীতে ফেলা হয়, সেখানে ঘেরা দেওয়া হচ্ছে। পরে সেই আবর্জনা পুরসভা নিয়ে যাবে। অন্যদিকে, করলা নদী থেকে আবর্জনা নিয়মিত সাফাই করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

যদিও এই কাজে সন্তুষ্ট নন শহরের বাসিন্দা থেকে পরিবেশ সংগঠনগুলি। দিনবাজারের মাছ বাজারের সামনের এলাকার বাসিন্দা শিবম মাহাতো বলেন, 'একাধিকবার বলেছি এই আবর্জনা এখানে জমা করে রাখবেন না। এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। ঘেরা দিলে লাভ কিছুই হবে না। ময়লা সাফাই করলেই ভালো। সমাজপাড়ার দিলীপ সেন জানান, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত করলা নদীর জল এই এলাকায় ঢুকত না। এখন ভারী বৃষ্টিতে ঘরে নদীর জল ঢুকে পড়ে। নেটের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাবুপাড়ার মলিনা সিংহর বক্তব্য, যে ধরনের নেট চ্যানেলগুলিতে বসানো হয়েছে, তা অতি বৃষ্টিতেই নষ্ট হবে।

এদিকে, জলপাইগুড়ি সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জীব চ্যাটার্জি বলেন, 'আমরা বিভিন্ন মহলে করলা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, নদীকে দূষণমুক্ত করার দাবি করে আসছি। কিন্তু এখন যে কাজের কথা বলা হচ্ছে সেগুলি প্রাথমিক কাজ। শহরের পয়ঃপ্রণালীর জলকে পরিশোধিত করে নদীতে ফেলার পাশাপাশি যাতে সাধারণ মানুষ নদী দূষণ না করেন, সেজন্য বিভিন্ন নদীঘাট এলাকায় সাইনবোর্ড টাঙানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

> "আপাতত শহরের মধ্যে প্রবাহিত করলা নদীতে যে চ্যানেলগুলির পয়ঃপ্রণালীর জল গিয়ে পড়ে, সেই চ্যানেলের মুখে নেট দেওয়া হয়েছে। দিনবাজারের মাছ বাজারের সামনে যেখানে আবর্জনা জমিয়ে রেখে নদীতে ফেলা হয়, সেখানে ঘেরা দেওয়া হচ্ছে।
>
> – **সুনীল ঘরাই,** *বাস্তুকার পৌর কারিগরি দপ্তর*



তীক্ষ্ণ নজর।। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

# ই-র‍্যাশনে হয়রানির শিকার প্রবীণ গ্রাহকরা

সুভাষচন্দ্র বসু

**বেলাকোবা, ২৯ জুলাই :** রাজ্যের সব গরিব মানুষকে র‍্যাশন পরিষেবার আওতায় আনার জন্য ই-র‍্যাশন ব্যবস্থা চালুর কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। অনলাইনে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ দিয়ে সম্পূর্ণ র‍্যাশন তুলতে পারবেন গ্রাহকরা। কিন্তু প্রবীণদের অভিযোগ, অনলাইনে নিজের র‍্যাশন নিজেকে বাধ্যতামূলকভাবে তুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

যে পরিবারের একের অধিক ডিজিটাল র‍্যাশন কার্ড রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে না। কারণ পরিবারের যে কোনও একজন সদস্য অনলাইনে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে সম্পূর্ণ র‍্যাশন তুলে নিতে পারছে। কিন্তু যে পরিবারে একজন মাত্র প্রবীণ অথবা শারীরিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষম গ্রাহক রয়েছেন, তাঁরা চরম সমস্যায় ভুগছেন। রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনারবাড়ির নিবাসী ৮৬ বছরের পদমবাহাদুর ছেত্রীর কাছ থেকেই জানা গেল এমনই এক অভিযোগ। তিনি জানান, বয়সজনিত কারণে শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন অনেকদিন থেকেই। দুই পা ফুলে গিয়েছে। চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এদিকে, পরিবারে দ্বিতীয় কেউ নেই। এতদিন অন্যের সাহায্যে অফলাইনে র‍্যাশন তুলতেন, এখন অনলাইন পদ্ধতি বাধ্যতামূলক হওয়াতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ দিয়েই র‍্যাশন তুলতে হচ্ছে। একদিকে সার্ভার ডাউন এবং মন্থর গতি থাকার কারণে দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এমনও দিন গিয়েছে যে র‍্যাশন পাননি, খালি হাতে ঘুরে আসতে হয়েছে। আবার প্রবীণ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তাঁদের জন্য নেই কোনও ছাড়।

এ বিষয়ে র‍্যাশন ডিলারদের বক্তব্য, তাঁদের করার কিছু নেই। নিয়মের বাইরে তাঁরা যেতে পারবেন না। ওয়েস্টবেঙ্গল এমআর ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নীলমণি লাহিড়ি বলেন, 'সার্ভার ডাউন এবং মন্থর গতির সমস্যা তো আছেই, নিয়মের গেরোতে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ প্রবীণ এবং শারীরিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষম র‍্যাশন গ্রাহকদের জন্য দপ্তরের চিন্তাভাবনা করা উচিত। যতদিন অনলাইন সিস্টেম স্বাভাবিক না হচ্ছে, ততদিন অফলাইন পদ্ধতিও চালু রাখা প্রয়োজন।'

ডিস্ট্রিক্ট ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই কন্ট্রোলার অমৃত ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি উত্তরবঙ্গ সংবাদের মাধ্যমেই প্রথম জানলাম। এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও নির্দেশ নেই। এইসব ক্যাটিগোরিতে কতজন গ্রাহক জেলাতে আছেন, তাঁদের তালিকা তৈরির জন্য জেলার সাব-ডিস্ট্রিক্ট ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই কন্ট্রোলারদের বলব। সেই তালিকা পেলেই দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

## রাস্তা সংস্কার অধরা

**রাজগঞ্জ, ২৯ জুলাই :** রাজগঞ্জ ব্লকের বুড়ির মোড় থেকে চান্দারবাড়ি গুলুকান্ত হাইস্কুল পর্যন্ত চার কিলোমিটার রাস্তা প্রায় চার বছর থেকে বেহাল হয়ে আছে। সংস্কার না হওয়ায় শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নয়, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষও ক্ষুব্ধ।

পানিকৌরি পঞ্চায়েত প্রধান অলপ রায় বলেন, 'এলাকার বিধায়ক ছাড়াও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে। জেলা পরিষদ থেকে রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।' যদিও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন বলেন, 'ওই রাস্তাটি মেরামতির প্রক্রিয়া চলছে।'

ওই রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা সহ কয়েকটি কারখানা ও চা বাগানের প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। এলাকায় একটি হাইস্কুলও রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা জিতলু রায়, মতিন রায়দের অভিযোগ, প্রায় চার বছর থেকে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তাটির জায়গায় জায়গায় এত বড় গর্ত হয়েছে যে বৃষ্টির জল জমে তা কার্যত পুকুরে পরিণত হয়। মানুষ নাজেহাল হলেও রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে না।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

**শীতলকুচি, ২৯ জুলাই :** বুধবার বিকেলে শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর নেপরা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম অমল বর্মন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ধানখেতে সেচ দেওয়ার জন্য মোটর চালাতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

# প্রয়াত বিজেপি নেতার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা গৌতমের

**শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই :** বিজেপির প্রয়াত প্রাক্তন জেলা সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরীর স্ত্রী পারমিতা রায়চৌধুরী কি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন? বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে গৌতম দেবের প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের পর এই প্রশ্ন উঠছে। সূত্রের খবর, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত অভিজিতের মৃত্যুরহস্য উন্মোচন করার ক্ষেত্রে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে পারমিতাকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন গৌতমবাবু। অভিজিতের স্ত্রী তৃণমূলে যোগ দিলে তাঁকে পুরভোটে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হবে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। তবে প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পারমিতা। তাঁর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে পারমিতা চিন্তাভাবনা করছেন। গৌতমবাবু বলেন, 'ছাত্র পরিষদ থেকে উঠে এসেছিল অভিজিৎ। ওর এমন মৃত্যু আমাকে সবসময় নাড়া দেয়। তাই ওর স্ত্রীকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মামলা সম্পর্কে জানতে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেক কথাই হয়েছে। মামলাটি নিয়ে কী ধরনের সাহায্য করা যায় তা আমি দেখছি।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রবীণ আগরওয়াল বলেন, 'নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিজেপির শক্তি বুঝতে পেরেছেন গৌতমবাবু। তাই বিজেপিকে ভাঙতে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। তবে কিছুই করতে পারবেন না।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়ে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি



পারমিতা রায়চৌধুরী

ফেরার পথে ২০১৯-এর ৭ ডিসেম্বর বহরমপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অভিজিৎ রায়চৌধুরীর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের তেমন আঘাত না লাগায় দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যে গাড়ির সঙ্গে অভিজিতের গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল সেটিকে কেন খুঁজে পাওয়া গেল না, বিজেপির তরফে কেন মামলা করা হল না-এমন নানা প্রশ্ন তুলে বিজেপি নেতৃত্বকে বারবার অস্বস্তিতে ফেলেছেন পারমিতা। তিনি যখনই এমন নানা প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপির জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মামলার পাশাপাশি মৃত্যুরহস্য উন্মোচনের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে দুর্ঘটনায় একা অভিজিতের মৃত্যু হল, সে ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে পারমিতাকে শিলিগুড়ি আসনে প্রার্থী করার ব্যাপারে বিজেপির রাজ্যস্তরের কয়েকজন নেতা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সিপিএম ত্যাগ করে পদ্মশিবিরে আসা শংকর ঘোষকে প্রার্থী করা হয়। এই নিয়েও পারমিতার মনে ক্ষোভ রয়েছে। কার্যত এই ক্ষোভকে কাজে লাগাতেই তৎপর হয়েছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে নিয়ে অভিজিতের আশ্রমপাড়ার বাড়িতে যান গৌতম দেব। সূত্রের খবর, পারমিতার সামনে ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা অভিজিতের রাজনৈতিক কেরিয়ারের নানা দিক তুলে ধরেন গৌতমবাবু। এরপর তিনি চলে যান দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে। পারমিতার থেকে সব কিছু শোনার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে মামলা করেছেন, তার নথি চেয়ে নেন গৌতমবাবু। সুবিচারের ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

# মার্কেট কমপ্লেক্সে স্টল বিলির সিদ্ধান্ত

**জলপাইগুড়ি, ২৯ জুলাই :** সংখ্যালঘু দপ্তরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৯ কোটি টাকার বিনিময়ে ধূপগুড়ির সুরেশ দে স্মৃতি মার্কেট কমপ্লেক্সের স্টল বণ্টন চূড়ান্ত হল বৃহস্পতিবার। এই মার্কেটের নির্মাণের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনতলাবিশিষ্ট মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ এখন প্রায় সম্পূর্ণ।

যার ফলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন থেকে শুরু করে ধূপগুড়ির তিন ব্যবসায়ী সংগঠনকে নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বৈঠক চলে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাকক্ষে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির উপপুরপ্রধান রাজেশ সিং, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

বৈঠক শেষে জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন বলেন, 'আমরা এদিন বৈঠক করে ১১৭ জন ব্যবসায়ীকে স্টল বণ্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনতলা ভবনবিশিষ্ট এই কমপ্লেক্সে ২০০টি স্টল তৈরি করা হয়েছে।' উপপুরপ্রধান রাজেশ সিং জানিয়েছেন, এই মার্কেট কমপ্লেক্সে কোনও দাহ্যবস্তু এবং মদের দোকান করতে দেওয়া হবে না।

# সেচের সামগ্রী প্রদান

**বাগডোগরা, ২৯ জুলাই :** বৃহস্পতিবার বাংলা কৃষি সিঞ্চাই যোজনায় মাটিগাড়া ব্লক কৃষি দপ্তর থেকে কৃষিকাজে সেচব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য কৃষকদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। এদিন মাটিগাড়া ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫০ জন কৃষকের হাতে এই সামগ্রী তুলে দেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিন কৃষকদের হাতে ৯০০টি পাইপ, ১৫০টি জল ছিটোনোর স্প্রিংকলার দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষি আধিকারিক পার্থ রায় জানান, এর ফলে কৃষকদের আর বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে কৃষিকাজ করতে হবে না। তাঁরা এই সামগ্রীর সাহায্যে নদী বা কুয়ো থেকে জল তুলে সারাবছরই জমিতে কৃষিকাজ করতে পারবেন।

মাটিগাড়া ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা পিনাজ উবেইদ বলেন, 'আগামী জুলাই মাসের পরে আমরা ব্লকের প্রায় ২০০ জন কৃষককে বাংলা কৃষি সিঞ্চাই যোজনা প্রকল্পে আনার চেষ্টা করেছি। এই প্রকল্পে কৃষকদের সেচ সংক্রান্ত পাম্পসেট, পাইপ, স্প্রিংকলার দেওয়া হয়। কৃষকরা শুধুমাত্র জিএসটির টাকা দিলেই এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন।'

এদিন মাটিগাড়ার বিডিও শ্রীনিবাস বিশ্বাস, শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষি আধিকারিক পার্থ রায়, মাটিগাড়া ব্লক কৃষি সহ অধিকর্তা পিনাজ উবেইদ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

# স্কুলে বৃক্ষরোপণ

**চোপড়া, ২৯ জুলাই :** বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার স্কুলের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল চোপড়া ব্লকের সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তেওয়ারি বলেন, 'করোনা আবহের কারণে অনাড়ম্বরভাবে এবার শুধু শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল।'

বিশেষ এই দিনটিকে স্মরণে রাখতে স্কুলচত্বরে ৬০টি গাছ লাগানো হয়। তাছাড়া মঞ্চে এদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।

## বাজারে বাস না ঢোকায় সমস্যা

**চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুলাই :** যাত্রীবাহী বাস বাজারে ঢুকছে না। ফের সমস্যায় পড়েছেন চ্যাংরাবান্ধা বাজারের দোকানদার এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষ। এই সমস্যার কথা জানিয়ে এবং বাজারে নিয়মিত যাত্রীবাহী বাস ঢোকানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন চ্যাংরাবান্ধার নাগরিক মঞ্চ। এবিষয়ে এদিন তারা বিডিওকে একটি স্মারকলিপিও দিয়েছে।

অভিযোগ, বর্তমানে যাত্রীবাহী বাসগুলি চ্যাংরাবান্ধা বাজারে না নিয়ে গিয়ে বাজার থেকে কিছুটা দূরে ভিআইপি মোড় বাস ট্রার্মিনাস হয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে যাত্রীদের কিছুটা পথ হেঁটে বাজারে যেতে হচ্ছে। যার জন্য টোটো ভাড়াও গুনতে হচ্ছে। পাশাপাশি বাজারের দোকানদারদের ব্যবসার উপরেও এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। বাসিন্দারা এদিন অভিযোগ করেন, বাজারে বাস ঢোকানো বন্ধ হওয়া নিয়ে ইতিপূর্বেও একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। তারপর প্রশাসনের তরফে বৈঠক করে নিয়ম মেনে বাজারে বাস প্রবেশের কথা বলা হলেও সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। তাঁরা দাবি করেন, প্রতিটি যাত্রীবাহী বাস বাজার হয়ে আসতে হবে। তা না হলে তাঁরা লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

যদিও এপ্রসঙ্গে বাসকর্মী ও মালিকদের বক্তব্য, বাজারে প্রবেশের রাস্তা অনেকটাই সংকীর্ণ ও বেহাল। ওখানকার বাসস্ট্যান্ডের জায়গা দখল করেও যত্রতত্র টোটো, মোটরবাইক ইত্যাদি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এতে যানজট সমস্যাও তৈরি হয়। বাস ঘোরাতে সমস্যা হয়। এনিয়ে বাসকর্মীদের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হচ্ছে। তাই তাঁদের অনেকে বাজারে বাস নিয়ে যেতে চাইছেন না। যদিও এই বক্তব্য মানতে নারাজ স্থানীয়রা। তাঁরা বলেন, চ্যাংরাবান্ধা বাজারের উপর দিয়ে নিয়মিত বড় বড় পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাস প্রবেশ করাতে তেমন সমস্যা হবার কথা নয়। নারায়ণ কানু, লক্ষ্মণ বিশ্বাস, সন্দীপ ঠাকুর, রঞ্জিত কুর্মি, জয়ন্ত মজুমদার প্রমুখ বৃহস্পতিবার বলেন, বাজারে বাস প্রবেশ না করানোর ফলে বহু মানুষের সমস্যা হচ্ছে।